সংরক্ষিত স্থানের নিশ্চয়তার দাবী

এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স-এর সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্বব্যাপী এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স নারীদের সহায়তা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে –
তাদের যথাযথ চলাচল, সমাজে, কর্মস্থলে, এমনকি বাড়িতেও;
– যেন তারা নিরাপদে থাকতে পারে।

এই পুস্তিকায় এ্যাংলিকান মন্ডলীর কিছু অভিজ্ঞতা, বাইবেলের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে,
যার মাধ্যমে আপনি এ্যাংলিকান নারীদের সাথে যুক্ত হয়ে
কিভাবে স্থানীয় মন্ডলী আরও নিরাপদ করে তুলবেন তার ধারনা পাবেন।
এ পুস্তিকা প্রস্তুতে জাম্বিয়ার এ্যাংলিকান মন্ডলীর উৎসাহ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এ্যাংলিকান মন্ডলী কীভাবে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তায় ভূমিকা রেখে চলেছে তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেথায় নারীরা ব্যক্তিগত অথবা সমাজিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, এমনকি নিজের বাড়িতেও : পুনরায় তাদের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।

ল্যাটিন আমেরিকায় উরুগুয়ের মন্ডলী যে সব নারীরা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তাদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি যেসব শিশুরা প্রায়ই নির্যাতনের শিকার অথবা সাক্ষী তাদেরও সহায়তা দিচ্ছে। মন্ডলীতে এই বিশেষ সহায়তা কাজ পরিচালনার জন্য তারা দাতাগোষ্ঠিত অর্থায়নেরও ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হনিয়ারায় 'খ্রীষ্টিয় সেবা কেন্দ্র' টি নারী ও শিশুদের উপযুক্ত সহায়তা প্রদানে একটি আদর্শ ও অতুলনীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে তারা পরামর্শদানের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ন সুসম্পর্ক স্থাপন করছে।

নারী- পুরুষের মধ্যে দন্দ্ব ও নির্যাতন নিরসনে মণ্ডলীকে উৎসাহিত করার জন্য পরিচালিত **'আসুন কথা বলি'** ক্যাম্পেইন-এ এ্যাংলিকান নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পারিবারিক অশান্তি অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঘর ছেড়ে যাওয়া প্রতিবন্ধী নারীদের দুঃখ-কষ্টের কথা এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স তুলে ধরেছে।

আসুন, নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে মণ্ডলীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা আরো জানি।

বাইবেলের রূত পুস্তকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই নারীর কথা বলা আছে যে তার জীবনে বিপদের আশংকা করেছিল কিন্তু নিরাপত্তা পেয়েছে।

রূতের পুস্তকে দেখানো হয়েছে যে, এক নির্বাসিত নারী তার স্বামীকে হারিয়ে শাশুরী নয়মীর সঙ্গে নিজ দেশ ছেড়ে যাত্রা করল। এই অংশে বলা হয়েছে যে, নয়মীর এক ধনী আত্মীয় তার জমিতে রূতকে কিভাবে নিরাপত্তা প্রদান করেছিল।

'তখন নয়মী বোয়স নামে তার স্বামীর গোত্রের এক আত্মীয়কে পেলেন। একদিন মোয়াবীয় র রূত নয়মীকে বলল, যিনি আমাকে অনুগ্রহ দান করবেন তার জমিতে গিয়ে শষ্য কুড়াবার অনুমতি দিন। নয়মী বললেন 'আমার কন্যে, তুমি যাও।' সে মতো রুথ শস্য কুড়াতে গেল এবং যারা শস্য কাটছিল তাদের পিছনে পিছনে শস্য কুড়াতে লাগল। যখন বোয়সের জমির শেষ সীমায় পৌছাল তখন বোয়স রূতকে বলল, 'শুনো, তুমি শস্য কুড়াতে অন্য জমিতে যেয়ো না, কিন্তু আমার যুবতী দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। সাবধান! যে জমিতে পুরুষ কর্মীরা কাজ করছে সে দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল মহিলা কর্মীদের পিছনে থেকো। আমি পুরুষ কর্মীদের বলবো, যেন তারা তোমাকে কিছু না বলে। তোমার পিপাসা পেলে কর্মীরা যে পাত্রে জল তুলেছে সেখানে গিয়ে জলপান করো।'

যখন রূত শস্য সংগ্রহের জন্য উঠে দাড়াল, বোয়স তার চাকরদের বললেন, 'তোমাদের আটির মধ্যে থেকে কিছু কিছু ফেলে রেখো যেন তা সে কুড়াতে পারে, তাকে নিষেধ করোনা। কাজেই সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শস্য কুড়ালো। যখন শস্য মাড়ালো তখন প্রায় ২০ কেজি শস্য হলো।

সে সেই শস্য নিয়ে শহরে গেল এবং তার শাশুড়ী তার কুড়ানো শস্য দেখল। রূত খাবারের জন্য যে শস্য রেখেছিল তার থেকে সে খাবার তৈরী করে দিল। তার শাশুড়ী তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কোথায় শস্য সংগ্রহ করেছ? কোথায় তুমি কাজ করেছ? যে ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব নিয়েছেন ঈশ্বর তার প্রতি মঙ্গল করুন।' তখন রূত তার শাশুড়ীকে যার সাথে কাজ করেছেন তা বললো। সে বলল, আজ যার সঙ্গে কাজ করেছি তার নাম বোয়স। নয়মী র রূতের শাশুড়ী রুথকে বললেন, কন্যে, তুমি তার মহিলা কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে থেকো। তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবেনা, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।' তাই রূত বোয়সের মহিলা কর্মীদের পাশে পাশে থেকে যতদিন পর্যন্ত শস্য কাটা শেষ না হলো ততদিন পর্যন্ত শস্য সংগ্রহ করল।

২ শমূয়েল ১৩ অধ্যায়ে তামরের গল্পটি হল, এক যুবতী নারীর হিংস্রতার ও অবিচার সম্মুখিন হওয়া নিয়ে – যখন নিজগৃহে তার নিরাপদে থাকার কথা।

গৃহস্থ হিংস্রতা ও অবিচারের ফলে কি ভাবে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং ন্যায্যতা প্রত্যাক্ষাত হয় 'তামরের উপর হিংস্রতার গল্প' তা আমাদের বলে দেয়।

'দায়ূদের পুত্র অবশালেমের তামর নামে সুন্দরী এক সহোদরা ছিল; দায়ূদের পুত্র অম্নোন তাকে ভালোবাসল। অম্নোন এতই আকুল হলো যে, আপন ভগ্নি তামরের জন্য পীড়িত হইয়া পড়িল, কারন সে কুমারী ছিল এবং অম্নোন তার প্রতি কিছু করা দুঃসাধ্য বোধ করিল।

পরে অম্নোন পীড়ার ভান করিয়া পড়িয়া রহিল; তাহাতে রাজা তাহাকে দেখিতে আসিলে অম্নোন রাজাকে কহিল, বিনয় করি, আমার ভগ্নি তামর আসিয়া আমার সাক্ষাতে খান দুই পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দিউক, আমি তাহার হস্তে ভোজন করিব।

অতএব তামর আপন ভ্রাতার গৃহে গেল; তখন সে শুইয়া ছিল। পরে তামর সূজি লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পাক করিল। আর তাওয়া লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে ঢালিয়া দিল, কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হইল। অম্নোন কহিল, আমার নিকট হইতে সকল লোক বাহিরে যাউক। তাহাতে সকলে তাহার নিকট হইতে বাহিরে গেল। তখন অম্নোন তামরকে কহিল, খাদ্য সামগ্রী এই কুঠরীর মধ্যে আনো; আমি তোমার হস্তে ভোজন করিব। তাহাতে তামর আপনার কৃত ঐ পিষ্টক লইয়া কুঠরীর মধ্যে আপন ভ্রাতা অম্নোনের কাছে গেল। পরে সে তাহাকে ভোজন করাইতে তাহার নিকটে তাহা আনিলে অম্নোন তাহাকে ধরিয়া কহিল, হে আমার ভগিনি, আইস, আমার সহিত শয়ন কর। সে উত্তর করিল, হে আমার ভ্রাতা, না, না, আমাকে মানভ্রষ্ট করিও না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কার্য করা কর্তব্য নয় ; তুমি এ মূঢ়তার কর্ম করিও না। অম্নোন তাহার কথা শুনিল না; আপনি তাহা অপেক্ষা বলবান হওয়াতে তাহাকে মান ভ্রষ্ট করিল, তাহার সহিত শয়ন করিল।

পরে অম্নোন তাহাকে অতিশয় ঘৃণা করিতে লাগিল; বস্তুতঃ সে তাহাকে যে রূপ প্রেম করিয়া ছিল, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতে লাগিল। অম্নোন তাহাকে কহিল, গা তুল, চলিয়া যাও। তামর তাহাকে কহিল, তাহা করিও না, কেননা আমার সঙ্গে কৃত তোমার প্রথম দোষ অপেক্ষা আমাকে বাহির করিয়া দেওয়া, এই মহাদোষ আরো মন্দ। কিন্তু অম্নোন তাহার কথা শুনিল না। সে আপন পরিচারক যুবককে ডাকিয়া কহিল, ইহাকে আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া দেও, পরে দুয়ারে হুড়কা লাগাইয়া দেও। অম্নোনের পরিচারক তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া পরে দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া দিল। তখন তামর আপন মস্তকে ভস্ম দিল এবং আপনার গায়ের ঐ লম্বা কাপড় ছিড়িয়া মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া গেল। আর তাহার সহোদর অবশালোম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ভ্রাতা অম্নোন কি তোমার সহিত সংসর্গ করিয়াছে? কিন্তু এখন হে আমার ভগিনি, চুপ থাকো, সে তোমার ভ্রাতা; তুমি এ বিষয়ে বিমনা হইও না। তদবধি তামর বিষণ্নভাবে আপন সহোদর অবশালোমের গৃহে থাকিল।

পদক্ষেপ গ্রহণ

মন্ডলীতে নারী নেতৃত্বের এবং নারী পুরুষ ভেদে হিংস্রতার বাধা প্রদানে মন্ডলী যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হচ্ছে তা বহুল প্রচলিত 'আর নয় নিরব থাকা' বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

নারী পুরুষ ভেদে হিংস্রতার বিষয় আলোচনা ও প্রচার করা।

যারা এই হিংস্রতার শিকার তাদের ভারবহন এবং সাহায্য প্রদান

তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা

সুষ্ঠু বিচার প্রদান করা

অপরাধিদের সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা

কি করে আপনি রাস্তায়, মাঠে, কর্মক্ষেত্রে এবং ঘরে নারীদের নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন সে বিষয়ে এখানে কিছু উল্লেখ করা হল যা আপনার চিন্তাকে প্রসারিত করবে।

মনে রাখবেন, শুধুমাত্র নারীরাই বিপদ গ্রস্থ – তা নয়। জাতীসংঘের একটি সমিক্ষায় দেখা গেছে যে, বিশ্বব্যাপি ১৫ কোটি মেয়ে এবং সেই সাথে প্রকাশিত টিয়্যারফান্ড রিপোর্ট অনুসারে ৭.৩ কোটি ছেলেরাও যৌন হিংস্রতার শিকার – **'আর নয় নিরব থাকা'**।

আপনার মন্ডলী বা মহিলা দলে চিন্তা করুন :

কোথায় নারীরা সর্বোচ্চ ঝুঁকি বা নিজেদেরকে সবচেয়ে কম নিরাপদ মনে করেন?

এ বিষয় ভাবার সময় যত্নবান হওয়া উচিত। মাঝে মাঝে জনগণ ঐ সকল স্থান এড়িয়ে যায় যেখানে তারা মনে করে তারা নিরাপদ নয় বা তাদের উপর আক্রমন সংঘটিত হতে পারে এবং এই ধরনের ভয়ের কারনেই কিছু কিছু জনবহুল এলাকায় মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি দেখা যায় না। হতে পারে, শহর অঞ্চলে যেখানে রাস্তায় আলো বা পুলিশ নেই সেখান দিয়ে রাতে বাড়ি ফেরা। হতে পারে, গ্রামাঞ্চলে কোন নির্জন মাঠে কাজ করতে যাওয়া নিরাপদ নয়। অথবা অনেক নারীই আছে যারা নিজেদের ঘরকেই সবচেয়ে কম নিরাপদ মনে করেন। মন্ডলীতে নারী নেত্রীরা এমন আস্থার পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করতে পারে, যেখানে অন্যেরা সহজে তাদের ভয়-ভীতি ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে।

এই বিপদ সংকুল পরিবেশের জন্য দায়ী কে?

রূথের গল্পে বোয়স সেই জমির দায়িত্বে ছিলেন এবং একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। তামরের গল্পে তার ভাইয়ের উচিৎ ছিল সেই নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা। একটি মন্ডলী, পুলিশ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা গতানুগতিক সমাজ অথবা পরিবারই হতে পারে সেই দায়িত্ব গ্রহণকারী।

কি ভাবে আপনার দল সেই নিরাপদ পরিবেশ পুনরুদ্ধার এবং সেই দায়ী ব্যক্তিদের সাথে কাজ করতে পারেন?

শান্তির এবং ন্যায় বিচারের সংস্কৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে মন্ডলীর উদ্দেশ্য হল বিবাদে থাকা মানুষদের সাথে মিমাংসা করা। কিভাবে আপনারা আপনাদের মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে এটি বাস্তবে রূপ দিতে পারেন?

নিচের গল্পটি লন্ডনের খুব দরিদ্র এলাকার একটি মণ্ডলী ২০১১ সালে সংঘটিত দাঙ্গা থেকে এলাকার জনগণকে কিভাবে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে। তারা পুলিশ ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কাজ করে কমিউনিটির প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল।

এন্ডমন্টন এবং স্টেফনিতে বিশপ পিটার এবং বিশপ এড্রিয়ান-এর নেতৃত্বে নিজ মণ্ডলী, চার্চের সদস্যদের এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনগণকে পুনরুদ্ধার করেছিল। পুলিশ তাৎক্ষণিক ভাবে চার্চের কর্মীদের কাজের প্রশংসা করেছিল।

এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স বিগত আন্তর্জাতিক নারী দিবসে উত্তর ভারতে মহিলাদের নিয়ে দল গঠন করে মদ্যপায়ী মহিলাদের নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করে।

দূর্গাপুর ডায়োসিসের খগেন্দ্র দাস আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের ন্যায্যতার বিষয়ে একটি সেমিনার করেন। সেমনিারে মি. খগেন্দ্র দাশ সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেন। নারীর ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী দলগঠনের সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

ডাঙ্গা গ্রামের সেমিনারে রেভা অমিয় দাস, জেলার মহিলা নেত্রী মিস্ শম্পা এবং স্থানীয় কাউন্সিলর মিস্ শিউলি মৃধা তারা স্থানীয়ভাবে, জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে নারীর মর্যাদার বিষয়ে বলেন।

বক্তাগণ বাইবেলের নারী রূত, সারা, মেরী, মগ্দলীনী মরিয়ম-কিভাবে পরিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা ও ন্যায্যতার বিষয়ে ভূমিকা রেখেছিলেন সে বিষয়ে তুলে ধরেনে।

এই সেমিনারে ১৯ জনের একটি দল গঠন করে সমাজে মহিলাদের কি কি সামাজিক দূর্বলতা এবং দারিদ্রতার কারন তা তুলে ধরেছে।

দলের সদস্যারা এই বিষয়গুলি সরকারী ভাবে পুলিশের কাছে তাদের সুরক্ষার জন্য দাখিল করেছে।

দলের সদস্যদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল যারা পাড়া-মহল্লায় অনুমতি বিহীন মদ বিক্রি করে এবং যারা অবৈধভাবে মদের বানিজ্য করে তাদের বিরুদ্ধে।

অন্যান্যদের সাথে যুক্ত হোন

অন্যান্য এ্যাংলিকানদের সাথে সংযুক্ত হয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতিসংঘ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ।

“আর নয় নিরব থাকা” চ্যালেঞ্জ নিয়ে চার্চ এবং বিশ্ব নেত্রীবৃন্দ মহিলাদের ‘নিরাপদ চলাচলের’ ব্যবস্থা করতে পারেন।

জাম্বিয়ার এ্যাংলিকান মণ্ডলী জাম্বিয়ার সরকারের সঙ্গে কাজ করছে গ্রামের নারীদের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ ভিত্তিক এ্যাংলিকান নারীরা এ বছর ‘নারী পুরুষ বৈষম্য ও হিংস্রতা নিরসন’ বিষয়টি প্রাধান্য দিচ্ছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে কয়েকটি ‘ওয়েব-এর ঠিকানা’ দেয়া গেল :

Anglicans responding to gender based violence: A list of resources: http://iawn.anglicancommunion.org/resources/docs/gbv_resource_list.pdf
Violence and the Family: Action Plan for the Churches to tackle Abuse (International Anglican Family Network) http://iafn.anglicancommunion.org/newsletters/2011/march/index.cfm
And for more faith-based work on gender-based violence you can visit the website of Restored Relationships at: www.restoredrelationships.org/

আমাদেরকে নিশ্চিত করুন এ আন্দোলনে আপনি কতটুক ভূমিকা রেখেছেন।

একে অপরকে সহযোগিতা এবং কাজ সহভাগের মাধ্যমে আমরা আরো শক্তিশালি ভূমিকা পালন করতে পারব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আপনার মূল্যবান মতামত পেতে এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স এর ওয়েব সাইট একটি ফোরাম খুলেছে। আপনি সেখানে নারী দিবসের কর্মসূচির বিভিন্ন খবরা-খবর এবং তথ্য এখানে সহভাগ করে পারেন।

এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স ওয়েব-সাইট-এর ঠিকানা :

www.anglicanalliance.org, click on Forum and register.
Or email us at: anglicanalliance@aco.org.

আপনার জন্য ফোরাম উন্মুক্ত